বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান

আনোয়ারুল করিম মানিক, বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)
২৩ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

নোয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকটের কারণে পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় একদিকে শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে বিদ্যমান শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার চাপ বাড়ছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রমে স্থবিরতা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার মানে অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৬৩৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য প্রধান শিক্ষকসহ মোট ২৭ জন শিক্ষক প্রয়োজন হলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ১৮ জন। প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বাংলা, জীববিজ্ঞান, ধর্ম, চারু ও কারুকলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিÑ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে মোট ৯টি পদ শূন্য রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে বিষয়ভিত্তিক ক্লাস পাচ্ছে না।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মুছা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক পদটি শূন্য থাকায় তাকে একই সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব ও ধর্ম বিষয়ের ক্লাস নিতে হচ্ছে। এ ছাড়া অন্য শূন্য পদগুলোর কারণে সব শিক্ষকের ওপরই অতিরিক্ত

চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে এবং তাদের নানা প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে বেগমগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষক সংকটের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার জানা রয়েছে এবং এ নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এ সমস্যা দীর্ঘায়িত হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, দ্রুতই এ সংকটের সমাধান হবে।

উল্লেখ্য, চৌমুহনী শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় জেলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডে ১৮৫৭ সাল উল্লেখ রয়েছে। পরে ১৯১৪ সালে শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মজুমদারের দানকৃত ৩.৬৭ একর জমির ওপর বিদ্যালয়টি নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সময়পরিক্রমায় নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বিদ্যালয়টি।

দীর্ঘ পথচলায় এ প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী বের হয়ে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তবে বর্তমান শিক্ষক সংকটের কারণে সেই গৌরবময় ধারাবাহিকতা হুমকির মুখে পড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ অবস্থায় সচেতন মহল বিদ্যালয়টির সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।